২০-০৬-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুণ্য আত্মা হওয়ার লক্ষ্যে এখন তোমরা পরম শিক্ষকের শিক্ষাগুলিকে ধারণ করো, যোগের দ্বারা পাপ কর্মের খাতার হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দাও"

প্রশ্ন :- মোস্ট বিলাভেড্ (প্রিয় থেকেও প্রিয়তম) বাবার প্রতিও কোনো কোনো বাচ্চার কখনও কখনও সংশয় জেগে ওঠে - কিন্তু তা কেন এবং কখন ?

উত্তর :- বাচ্চারা যখন অন্যের কথাতে প্রভাবিত হয়, কিম্বা সঙ্গদোষে পড়ে যায়, তখনই সংশয় জাগে। এখান থেকে বেরোবার পরেই, এখানকার জ্ঞান এখানেই পড়ে থাকে। তারা এমনই ভুলে যায় যে, নিজেদের সুখ-দুঃখের খবরা-খবরও পর্যন্ত জানায় না। ক্লাসে যায় না, মুরলীও পড়ে না। এই কারণেই বাবা বলেন- বাচ্চারা, সঙ্গদোষের থেকে খুব সতর্কে থাকতে হবে। কখনও অন্যের কোনও প্রকার কথাতে যেন প্রভাবিত হয়ো না।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে
. অন্য কোনও সুখের দুনিয়ায়
. নিয়ে চলো বাবা।

ওঁম্ শান্তি! পরম শিক্ষক (পরমাত্মা) স্বয়ং এই পাঠশালা পরিচালনা করছেন। পূর্বেই তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, একাধারে তিনি যেমন পরম-পিতা, অন্যদিকে তিনি-ই আবার পরম-শিক্ষকও বটে। (সৌভাগ্য-ক্রমে) এমন গুণধারী বাবার সন্তান হয়েছো তোমরা। এই সময় বাবা তোমাদেরকে পালনা দিয়ে সুন্দর ভাবে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চারা, তার সাথে সাথে এই বাবা শিকক্ষরূপেও সর্বপ্রকার শিক্ষাও দিচ্ছেন তোমাদের। তোমরা বর্তমানের যে অজ্ঞানী পাপের দুনিয়াতে আছো, সেই তোমাদেরকেই বাবা এই বিশেষ জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, যাতে তোমাদের পুণ্য-আত্মা বানিয়ে সেই পুণ্য-আত্মাদের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারেন। এই দুনিয়াটা এখন একেবারেই পাপী-আত্মাদের দুনিয়া। সবচেয়ে বেশী পাপ করায় মায়ারূপী রাবণ। আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো, একে অপরকে অপবিত্র বানানো। এছাড়াও পতিত-পাবন বাবার কর্ম-কর্তব্য হলো, আগামী ২১-জন্মের জন্য আত্মাদেরকে পবিত্র বানানো। যখন লোকেরা বলে, "ওহ্ ভগবান" অর্থাৎ ওহ্ গড্-ফাদার, তখন অবশ্যই তাদের দৃষ্টি থাকে উপরের দিকে। তারপরেও তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। বাবা তাই ববাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- এই মায়ারূপী রাবণই সবাইকে অপবিত্র করে তুচ্ছ-বুদ্ধির বানায়। তা থেকে রেহাই পেতে সবাই পরমাত্মাকেই স্মরণ করে, যেহেতু এটা রাবণ-রাজত্বের দুঃখধাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা একে দুঃখধাম জানে বলেই, তারা শান্তি-ধামে যাবার লক্ষ্যে সাধনা করে। ভারতবাসীদেরও আগ্রহ থাকে কৃষ্ণ-পুরীতে যাবার। সবারই প্রিয় থেকেও প্রিয় এই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভারতবাসীরা সঠিক ভাবে এটাই জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের আগমন কখন হয়, আর উনি এসে করেন বা কি ? বাবা আরও জানাচ্ছেন- বর্তমান দুনিয়ায় এমন একজনও নেই, যিনি সম্পূর্ণ পুণ্যাত্মা। যদিও অনেকে অনেক দান-পূণ্যও করে, কিন্তু তাতে তো কেবল অল্প-কালেরই সুখ পাওয়া যায়। এমনটা মোটেই হয় না যে, কেউ সদা-কালের সুখী, সদা শান্ত চিত্তের হয়ে যায়। যেহেতু এটা দুঃখ-ধাম তাই সদা-কালের শান্তি এখানে পেতেই পারে না। যা পায় তা ক্ষণিকের সুখ ও আনন্দ। এখানে এমন কোনও ঘর নেই, যেখানে সদাই শান্তি বিরাজ করছে। কোনও না কোনও ঝগড়া-অশান্তি লেগেই থাকে। তাই তো

লোকেরা পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে আর বলে - "বাবা এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো বাবা।" কারও কারও ইচ্ছা জাগে নির্বাণ-ধামে যাবার। কিন্তু সেখানে যেতে হলে, সেখানকার বিষয়ে জানা না থাকলে, সেখানে যাবেই বা কি প্রকারে ? নিবাস স্থানের ঠিকানা জানা থাকলে, তবেই তো পৌঁছতে পারবে সেখানে। যেমন ধরো তোমরা কোথাও পিকনিক করতে যাবে, তখন সেই জায়গার উল্লেখ তো করতে হবে। সেই স্থানের বিষয়ে জানা থাকলে, তবেই তো সেখানে পৌঁছতে পারবে। যেমন অনেক লোকেরা ভাবে, বৈকুন্ঠে যাবে। কিন্তু কিভাবে সেখানে যেতে হয়, সেটাই জানে না। কেউ মারা গেলে বলা হয়, "লেফ্ট ফর হেভেনলী অ্যাবোড" অর্থাৎ এই দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে তার (আত্মার) স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়েছে। এর অর্থ বর্তমানের এই দুনিয়া তবে অবশ্যই নরক, যেখানে সে এতদিন ছিল। আবার একথাও বলে- "হে পতিত-পানন, তুমি এসো। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও।" স্বর্গ-রাজ্য তো পবিত্র দুনিয়া। তাই তো এখানকার মানুষেরা বাবাকেই ডাকতে থাকে- "পতিত-পাবন তুমি এসো।" কারণ এই সৃষ্টি-জগৎ যে এখন পতিত হয়ে আছে। এতৎ সত্ত্বেও লোকেরা সঠিক ধারণায় আসতে পারে না। যেহেতু তারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তারাই আবার বাবার কতই না মহিমা করতে থাকে। কোনও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মারা গেলে, কত কিছুই না করা হয়। এমন কি তার কত না মহিমাও করে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝতেই পেরেছো, তোমরা তোমাদের সেই প্রকৃত বাবার কাছেই বসে আছো, যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পরমপিতা-পরমাত্মা। ওঁনার পরেই দ্বিতীয় স্থান ব্রহ্মার। প্রথম-জন ঈশ্বরীয়-পিতা আর দ্বিতীয়-জন জাগতিক-পিতা। এনারা দুজনেই একত্রিত-সমাহৃত। সেই বাবাই বলছেন-এটা তো দুঃখের দুনিয়া- তাই না! তাই বাবা স্বয়ং এসেছেন, একে সুখধাম বানাতে। যিনি এখন শিক্ষক রূপে বসে আছেন বাচ্চাদের সামনে। পরে উনিই আবার বাচ্চাদেরকে তাদের আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন নিজের সাথেই। আর সেই কারণেই নিজের আপন বাচ্চাদেরকে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন। যদিও সব আত্মাধারী বাচ্চাকেই উনিই নিয়ে যান। কিন্তু তোমরা বি.কে. বাচ্চারা তো জানো, একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই কেবল নির্বাণধামবাসী হতে পারো। আত্মা যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক হয়ে শান্ত হয়ে যায়, তখন তারা রাজ্য-ভাগ্যের কর্ম-কর্তব্য করতে পারে না। এই রাজ্য-ভাগ্যের কর্ম-কর্তব্য তখনই করতে পারে আত্মারা যখন সে শরীর অবস্থান করে। সর্বাগ্রে সকল আত্মাদেরকেই অবশ্যই যেতে হয় "সুইট-হোম" অর্থাৎ শান্তিধামে। অতএব সুইট হোমে যাবার জন্য নিশ্চয় সেই সুইট-বাবার প্রয়োজন। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- "ওহে, ভারতবাসীরা, আমারও জন্ম হয় এই ভারতেই। তাই তো আমি এই ভারতেই এসেছি।" তোমাদের একথাও জানা নেই যে, ইতিপূর্বে এই বাবা কখন এসেছিলেন, এসে কিভাবে ভিখারী ভারতবাসীদের প্রত্যেককে কাঙ্গাল থেকে রাজপুত্র বানিয়েছিলেন ? তোমরা যে জয়ন্তী-উৎসব পালন করো, তা তো আমারই জন্ম-জয়ন্তী। আমার উদ্দেশ্যেই তো তোমরা শিবরাত্রি-ব্রত পালন করো। এরপরে আসে কৃষ্ণ-জয়ন্তী। যতক্ষণ না পর্যন্ত শিব-জয়ন্তী হয়, তার আগে কৃষ্ণ-জয়ন্তী পালন করা যায় না। অর্থাৎ একটি হলো স্বর্গ-রাজ্যের (প্রতিষ্ঠার) জয়ন্তী অপরটি হলো নরক-রাজ্যের বিনাশ। স্বর্গ-রাজ্যের জয়ন্তী স্বয়ং শিববাবা নিজেই করান। কৃষ্ণ তো আর তা করাতে পারবে না। অথচ, তোমরা কিন্তু কৃষ্ণেরই মহিমা প্রচার করতে থাকো। তোমাদের মহিমায় শিব-ভগবানের জীবন-গাঁথা কোথায় ? আসলে, তা যে কারও জানাই নেই। কিন্তু এখন তোমরা বি.কে.-রা তা জানতে পেরেছো। আর এই না জানার কারণেই, আজকাল শিব-জয়ন্তীর কোনও দাম ও মান নাই। এমন কি শিব-জয়ন্তী নামটাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছ। ত্রিমূর্তি চিত্রেও ত্রিমূর্তি-শিবের বদলে ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মাকে

দেখানো হয়েছে। এগুলিই বাবা উদাহরণ সহযোগে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সাথে সাথে বলছেন- বাচ্চারা, অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ঘটনাক্রম এমনভাবেই যে রচিত। সেই অনাদি-কাল থেকে এভাবেই তা চলে আসছে। এর অর্দ্ধ-কল্প ভক্তি-মার্গের আর অর্দ্ধ-কল্প জ্ঞান-মার্গের। অর্থাৎ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক সমান। লোকেরা তো সত্যযুগ ও ত্রেতাকে লক্ষ-লক্ষ বছরের বলে থাকে, আর কলিযুগের আয়ুকে অনেক কম বলে থাকে - তবে এমত অবস্থায় কল্পের অর্দ্ধেক তবে হবে কি করে ? যেখানে সত্যযুগকে অনেক লম্বা সময়ের বলে তারা, আর কলিযুগকে বলে ৪০-হাজার বর্ষের। তবে তো তা অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক হচ্ছেই না। আচ্ছা, তবে ভক্তি-মার্গের শুরু হয় কখন থেকে ? রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য তো অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেকই হতে হবে। এদিকে বাস্তবে কল্পের আয়ু তো কেবলমাত্র ৫-হাজার বছর। কল্পের চার-ভাগের মাহাত্ম্য-তেও তা বর্ণিত আছে। যার প্রত্যেকটির আয়ুস্কালও সমান-সমান। তারই স্মৃতিতে জগন্নাথ-পুরীতে যে ভাণ্ডে ভাতের অন্ন বানানো হয়, তাকে সমান চার অংশে ভাগ করা হয়। স্বস্তিকা চিহ্নেও সমান চার ভাগ দেখানো হয়। এই স্বস্তিকা চিহ্নতেই লেকেরা গণেশের রূপে পূজা করে। যদিও এসব ভক্তি-মার্গের পূজার রীতি-নীতি, আচার-বিচার ও সামগ্রী।"

বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, বর্তমানের এই সময়টা তোমাদের পূর্বের পাপের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ করে, আগামী পুণ্যের খাতায় জমা হচ্ছে। তোমরা যতই স্মরণের যোগে থাকবে-পাপও ততই ভস্ম হতে থাকবে। একমাত্র তখনই তোমরা পুণ্যাত্মা হতে পারবে। পবিত্র হতে লোকেরা গঙ্গা-স্নানে যায়। ফিরে এসে পর মুহূর্তেই আবার তারা অপবিত্র হয়। অথচ এই গঙ্গা-স্নানের প্রকৃত অর্থ কেউ-ই তাদেরকে বোঝাতে পারে না। কিন্তু বাবা তো একাই বাবা, আর বাকী যারা তারা সব নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্কের। দেহধারী আত্মারা সবাই একে অপরের ভাই। অতএব এক ভাই-এর দ্বারা অপর ভাই কোনও প্রকারের অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেতেই পারে না। অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় একমাত্র বাবার থেকে। আর বাবাও কেবলমাত্র একজনই, যিনি এনার (ব্রহ্মার) সাথে কম্বাইণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মার মধ্যে সমাহৃত। পরমাত্মা বাবা যিনি তোমাদের আত্মাদের বাবা আর ইনি (ব্রহ্মা) মনুষ্য-কুলের পিতা। তাই এনার নাম প্রজাপিতা (ব্রহ্মা)। তোমরা বি.কে.-রা জানতে পেরেছো, বর্তমানের এই পাপের দুনিয়া থেকে সুখধামে যেতে চলেছো তোমরা। শ্রীমৎ-এর অনুসরণে তোমরা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ অবস্থা থেকে দেবতা হতে চলেছো। আর এই বর্ণ বা জাতি কেবলমাত্র ভারতেই প্রযোজ্য। বাকী যে এত প্রকারের ধর্ম আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই দেবতা-বর্ণ প্রযোজ্য নহে। বর্ণ প্রকৃত এই প্রকারের- ব্রাহ্মণ বর্ণ, তারপর দেবতা বর্ণ, এর পরে ক্ষত্রিয় বর্ণ ..... এই ভাবেই তা অলরাউন্ড চলতে থাকে। এক বর্ণের উপস্থিত কালে অন্য বর্ণের উপস্থিতি হয় না। বিরাট স্বরূপে এই বর্ণ প্রথার ব্যাখ্যা আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণকেই ঈশ্বরীয় বর্ণ বলা হয়। যেখানে তোমরা এসে বাবার অধিকারী বাচ্চা হও। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা অর্থাৎ বি.কে.! যেমন খ্রীষ্টানদের জাগতিক পিতা যীশু-খ্রীষ্ট। কিন্তু ঈশ্বরীয় পিতা সকল আত্মারই কেবল এই একজনই। যিনি নিরাকার বাবা। উনি এসে (ব্রহ্মার) সাকার শরীরকে লোন নিয়ে নিজের আধার বানান। লোকেরা তো কৃষ্ণের খড়ম্ ইত্যাদিকেও পূজা করে মাথা ঠুকতে থাকে। যেহেতু তারা কৃষ্ণের অনুগামী। শিববাবা জানাচ্ছেন, ওনার তো কোনও চরণ-ই নেই আর না পড়েতে হয় কোনও খড়ম্। তাছাড়া কিভাবেই বা নিজের চরণে মাতাদেরকে নতজানু করাবে ? যেখানে বাবা জানেন, (বাণপ্রস্থের) বাচ্চারা এখন কত ক্লান্ত। এখানে বাবার কাছে আসে তাদের ক্লান্তি দূর করতে। সত্যযুগে সেখানে ক্লান্তি বলে কিছুই নেই। কিন্তু এতদিন তোমরা তো মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে নিজেদের কপালের ছাল-চামড়া উঠিয়ে মাথা একেবারে খালি করে ফেলেছো। যা কেবল সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয়।

বাবা এবার বলছেন - "বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের খুবই সম্পদশালী-ধনবান বানিয়েছিলাম। তেমনি করে এখন আবার গড়ে তুলছি। এই এক-একটি ভ্যার্শন (মহাবাক্য) লাখ-লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি। বর্তমান ভারতের কি কাঙ্গাল দশা। অন্যদের কারও এমন দূর্দশা কখনই হয় না। তাদের নাগরিকরা কত বিত্তবান। ভারত সরকারকে কত ধার-দেনা করতে হয়। কত প্রকার পথের সন্ধান করতে হয় ধার নেবার জন্য। বেচারা অসহায় ভারত সরকার তার পূর্ব অবস্থার স্মৃতি বিস্মৃতি হবার কারণে। একদা যে স্বয়ং মালিক অর্থাৎ পূজ্য ছিল, সে এখন পূজারী হয়ে আছে। সেই পূর্বের অবস্থার কথাই তোমাদের বোঝানো হচ্ছে, পূর্বে এই তোমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলে। সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমরাই ছিলে। সেই তোমরাই এখন ঈশ্বরীয় সন্তান ব্রাহ্মণ-কুল ভূষণ। এরপরে তোমরাই আবার দেবতা বর্ণের হবে। পর্যায় ক্রমে আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণের হবে। আবারও ব্রাহ্মণ বর্ণেরই হবে। এই "হাম সো"-এর অর্থ কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। লোকেরা বলে থাকে- "আমি আত্মা, আত্মাই পরমাত্মা।" এই ভাবধারাতেই তারা তাদের তরী নিজেরাই ডুবিয়ে দেয়। লোকেদের তো এটাও জানা নেই যে, স্বর্গ-রাজ্য কোথায় ? কেউ মারা গেলেই বলে -তার স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটেছে, অথবা বলে- জ্যোতি জ্যোতিতেই বিলীন হয়ে গেছে। অবিনশ্বর আত্মাকে মরণশীল আত্মা বানিয়ে দেয়। অজ্ঞানী-বোকার মতন বুদ্ধি যে তাদের। অবশ্য এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটও তেমনি ভাবেই রচিত আছে। বিনাশের লড়াই-যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন তাদের কেবল ত্রাহি-ত্রাহি করতে হবে। সেইসব দৃশ্যও এই ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই দেখবে। অবশ্য তা দেখবে, যে পাক্কা-সেবাধারী বাচ্চা হবে সে। পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই দৃশ্যের সাক্ষ্যাৎকার হবে। তোমরা নাটক-সিনেমায় তা দেখে থাকবে- কিভাবে বিনাশ হয়, কিভাবে ভয়ঙ্কর আগুন লাগে। মুষলধারে লাগাতার বৃষ্টি পড়তেই থাকে। কোনও শষ্য, শাক-সবজি কিছুই পাওয়া যাবে না। মুহূর্তেই এসব হয়ে যাবে। যেমন বলা হয়, শংকরের চোখ খোলার সাথে সাথেই সবকিছুর বিনাশ হয়ে যায়। যদিও তা প্রবাদ বাক্য। এখানে চোখ খোলার কোনও ব্যাপার নেই। এসব কিছুই নির্দিষ্ট আছে, ড্রামা যে ভবিতব্য।

বাবা এসে আবার নতুন করে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এখন সেই দুনিয়ার পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা সেই নতুন দুনিয়ার নিমিত্তেই পুরুষার্থ করে চলেছো। তবুও মায়া কিন্তু এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী আছে। তাই তো অনেক আত্মা বাবার সন্তান হয়ে, তারপরেও বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর তারা এমন বাবার নামে বদনামও ছড়ায়। যেমন আগেও বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই বেশ জ্ঞানী-গুণী বাচ্চাও ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবা বা পতি হলে সে অবশ্যই প্রতি সপ্তাহেই চিঠি পাঠাবে। প্রথা অনুযায়ী সন্তান তার বাবাকে তার নিজের খবরা-খবর তো জানাবেই। কিন্তু এখান থেকে যাবার পরেই মায়া যে তাকে ধরে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। ধনবান হলে, মায়া খুব জোরে থাপ্পরও মারে, গরীবকে ততটা নয়। অবশ্য বাবা তাদের নাম প্রকাশ করবেন না এখানে। বাপদাদার কাছে যখন আসে, তখন তারা কতই না সেবা করে, কিন্তু কেউ যদি তেমন কিছু বলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে যেই তাদের সংশয় আসে, সেখানেই সে ইতি টেনে দিল। তখন না কোনও চিঠি-পত্র, না ক্লাসে যাওয়া, সবকিছুই বন্ধ করে দেয়। এ যেন গর্ভের বাচ্চাকে শাস্তি দেওয়া। তার উত্তর হয়-"আমি খাঁচা-বন্দী পাখী হবো না, আমি থাকবো মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে"। আর যেই সে তা হলো, অমনি সঙ্গদোষে পড়ে, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। একই প্রকারে, যেই তারা এখান থেকে তাদের লৌকিক ঘরে পৌঁছায়, তারপরেই এখানকার রীতি-নীতির ইতি টানে। আবার পৌঁছে যায় সেই পূর্বাবস্থায়। এটাই খুব মজার ব্যাপার। কারও কোনো বন্ধু, পাত্র-

মিত্র, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কোনও সম্পর্ক নেই এখানে। তাই যেই তুমি শূদ্র-কুলে প্রবেশ করলে, অমনি মায়ার খপ্পরে পড়ে গেলে। মায়া তোমাকে টেনে নিল। সত্যি মায়া, মোহ-মায়ায় তুমিও খুব শক্তিশালী- এমন বাবাকে স্মরণ করার কথাও ভুলিয়ে দাও তাদেরকে। এমন কি জ্ঞানকেও ভুলিয়ে দাও তুমি।

এখানে সেই একই বাবা শিক্ষক রূপে জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদের। লোকেরা তো মনে করে, যিনি ভগবান-তিনিই ধর্মরাজ। এমনও বলে, সুখ-দুঃখ সে তো ভগবানেরই দান। দুঃখের অর্থ হলো শাস্তি। কিন্তু বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন- উনি কারওকেই দুঃখ দেন না। প্রথমতঃ, দুঃখ তো দিয়ে থাকে রাবণ। দ্বিতীয়তঃ, গর্ভ-জেলের শাস্তি, সে তো ধর্মরাজ দেন তোমাদের। আর যে পাপ করে, তার সেই পাপের সাক্ষ্যাৎকারও করিয়ে দেন তিনি। সত্যযুগে তা গর্ভ-মহল হয়, অথবা তাকে ক্ষীর-সাগরও বলতে পারো। চিত্রে যা দেখানো হয়, অশ্বত্থ-পাতার উপর বসে, ক্ষীর-সাগরে কৃষ্ণ তার আঙ্গুল চুষছে মজা করে। একেই বলা হয় গর্ভ-সাগর। দ্বাপর আর কলিযুগে আত্মারা থাকে গর্ভ-জেলে। সেখানে গর্ভের ভিতরে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। বর্তমানের এই জগৎ-টা হলো মায়ার রাজ্য। তাই ৬৩-জন্ম গর্ভ-জেলে যেতে হয় ও যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। এরপর সত্যযুগ ও ত্রেতার ২১-জন্ম খুব আয়েশ-আরামেই অতিবাহিত হয়। তখন কোনও আত্মার দ্বারা এমন কোনও পাপ কার্য হয় না যে, ত্রাহি-ত্রাহি রবে তাদের কাঁদতে হবে। বাচ্চারা এগুলি তোমাদের শোনাচ্ছেন সেই একজন, যিনি তোমাদের বাবা-শিক্ষক-সদগুরু। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, পূর্বে তোমরা কতই না অজ্ঞানী-বোকা ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা এই জ্ঞানের পাঠে যথেষ্ট বিচক্ষণ হচ্ছো। মানুষেরা যখন পতিত অবস্থায় আসে, তখন একবারই বাবা এসে তাদেরকে পবিত্র বানান। বাচ্চারা, এখন তোমরা স্ব-দর্শণ চক্রধারী হয়েছো। লোকেরা এই চক্রের প্রকৃত অর্থটাই যে জানে না। তাদের ধারণা এমনই যে, পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্য যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ এই চক্র ব্যবহার করে তা ঘুরিয়েছিলেন বিনাশের উদ্দেশ্যে ..... ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক গল্প-গাঁথাই লেখা হয়েছে, যা আদৌ তা সত্য নয়। এখন তোমাদেরও সেই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান হয়েছে। তোমরাও স্বদর্শণ চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী মহারাজা-মহারাণীও হতে পারবে। এমন কি সমগ্র বিশ্বের মালিকও হতে পারবে। যেখানকার প্রজারাও মালিক। এখন যেমন প্রজারা বলে, তারাই ভারতের মালিক। কিন্তু সেখানে যেমন রাজা-রাণী, প্রজারাও তেমনি ...! তবুও রাজা আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো থাকবেই। তখনকার সবকিছুই এখনই তোমরা জানতে পারছো। এই পাঠ যে যত পড়বে সেই অনুযায়ী। আচ্ছা !

পতিত থেকে পবিত্র বানাবার কারিগর মাতা-পিতা, বাপদাদার পতিত থেকে পবিত্র হওয়া বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাগ। ঈশ্বরীয় পিতার নমন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সুইট-হোমে যেতে গেলে খুব-খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। কখনও সঙ্গদোষের প্রভাবে পড়ে, বাবাকে যেন ভুলে যেয়ো না। কোনও প্রকারের সংশয় যেন না আসে মনে।

২) অন্তিম বিনাশের দৃশ্য দেখতে হলে পাক্কা সেবাধারী ব্রাহ্মণ হতে হবে। বাবার বাচ্চা হয়ে তোমার দ্বারা বাবার কোনও প্রকার বদনাম যেন না হয়।

বরদান :- একই সময়ে এক সাথে মন-বাণী আর কর্মের দ্বারা সেবা করতে সমর্থ সফলতা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- যখনই যে কোনও স্থানের সেবা শুরু করবে, সেই একই সময়ে অন্য সব প্রকারেরও সেবা করবে। 'মনসা'তে থাকবে শুভ ভাবনা, 'বাণী'তে থাকবে বাবার সাথে সম্বন্ধ জোড়াবার শুভ কামনার 'শ্রেষ্ঠ বাক্য' আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসার স্নেহ। শান্তির স্বরূপের দ্বারা সকলকে আকর্ষিত করো। এইভাবে সর্বপ্রকারের সেবা একসাথে করতে পারলে, সফলতা সম্পন্ন হতে পারবে। সেবার প্রতিটি ধাপেই সেই সফলতা লুকিয়ে আছে - এই নিশ্চয়তার আধারে সেবা করতে থাকো।

স্লোগান :- শুদ্ধ সংকল্পগুলিকে নিজের জীবনের অমূল্য সম্পদ বানালে মনেও সেই সংকল্পই উঠবে - যাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।